গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কিমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ডিসেম্বর/২০২৩ মাসের মাসিক উন্নয়ন সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	৩১ জানুয়ারি, ২০২৪
সভার সময়	সকাল ১১.০০ টা
স্থান	সভাকক্ষ, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র, বেইলী রোড, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক তে প্রদর্শিত।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সাথে সকলের পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর সভাপতি সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (উন্নয়ন)-কে অনুরোধ জানান। উপসচিব (উন্নয়ন) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-০১: গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ

সভায় ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত নভেম্বর/২০২৩ মাসের মাসিক উন্নয়নসভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ০২:গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫

১	তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ, ড্রাই ফুড ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ	**<u>সিদ্ধান্ত:</u>** (ক) কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে। (খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে ড্রাই ফুড এবং সবজি প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক স্কিমের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব আগামী ৩০/১২/২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। **<u>বাস্তবায়ন অগ্রগতি:</u>** উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি জানান যে, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং খাগড়াছড়িতে এখনো স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, খাগড়াছড়িতে কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য যে জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে তা কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের জন্য অনুকূল নয়, ফলে জায়গাটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে তিনি খাগড়াছড়ি জেলার বিসিকের জায়গায় কিংবা অন্য কোনো সুবিধাজনক জায়গায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সভাকে অবহিত করেন যে, স্থানীয়কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করেছেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, তারাও তাদের জেলা মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা ড্রাইফুড ও সবজিপ্রক্রিয়াকরণের ব্যাপারে আগামী অর্থবছর হতে তিন পার্বত্য জেলায় একটি কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।	(ক) খাগড়াছড়িতে কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি এর সাথে আলোচনা করে স্থান নির্ধারণ করতে হবে এবং বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে দরপত্র কার্যক্রম দ্রুত শেষ করে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। (খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ “ড্রাই ফুড” প্রক্রিয়ায় ফলমূল এবং সবজি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা, স্টেক হোল্ডার/উদ্যোক্তাদের সাথে সভা করে একটি প্রস্তাব আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	ক)ও খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ

২	আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত	**<u>সিদ্ধান্ত:</u>** ক) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান বৃদ্ধিকরণে বিদ্যালয়সমূহের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। খ) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য খাদ্য শস্যের চাহিদার পরিমান আগামী ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের সরকারিকরণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **<u>বাস্তবায়ন অগ্রগতি:</u>** আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান বৃদ্ধিকরণে বিদ্যালয়সমূহের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হচ্ছে মর্মে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে জানানো হয়। উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী গত ২৯/০১/২০২৪ তারিখ ৮৭ মে.টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করে জিও জারি করা হয়েছে। সভাপতি টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান শীর্ষক প্রকল্পের ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গৃহীত স্কিমের অনুকূলে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাহিদার বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্যের মূল্য বাদ দিয়ে উন্নয়ন বোর্ডের চলমান অন্যান্য স্কিমের বরাদ্দ হতে সমন্বয় করে সংশোধিত বরাদ্দ প্রস্তাব আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান বৃদ্ধিকরণে বিদ্যালয়সমূহের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। খ) টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান শীর্ষক প্রকল্পের ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গৃহীত স্কিমের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ চাহিদার বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্যের মূল্য বাদ দিয়ে উন্নয়ন বোর্ডের চলমান অন্যান্য স্কিমের বরাদ্দ হতে সমন্বয় করে সংশোধিত বরাদ্দ প্রস্তাব আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের সরকারিকরণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	**<u>সিদ্ধান্ত:</u>** ক) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পুনর্গঠিত ডিপিপিতে উল্লিখিত আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় জনবল নিয়োগের পরিবর্তে সরাসরি নিয়োগ এর বিষয়ে অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্য-সহকারী পদসহ অন্যান্য স্থায়ীপদ সৃজনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তাদের জনবল কাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। **<u>বাস্তবায়ন অগ্রগতি:</u>** উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২৩/০১/২০২৪ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের জনবল বিষয়ে পর্যালোচনার লক্ষ্যে জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়) প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের পাড়াকেন্দ্রের সংখ্যা ৪৮০০ রেখে অন্যান্য খাত সমন্বয় করে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ডিপিপি পুণর্গঠিত করার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও পাড়াকর্মীদের নতুন করে নিয়োগ প্রদান করতে হবে এবং নিয়োগপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে যে, প্রকল্প শেষ হলে এ নিয়োগ সয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্পের পাড়াকেন্দ্রের সংখ্যা ৪৮০০ রেখে অন্যান্য খাত সমন্বয় করে অনুমোদিত বরাদ্দের মধ্যে ডিপিপি পুণর্গঠিত করতে হবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জনবল নিয়োগের বিষয় উল্লেখ করতে হবে।	ক) পাড়াকেন্দ্রের সংখ্যা ৪৮০০ রেখে অন্যান্য খাত সমন্বয় করে অনুমোদিত বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রেখে এবং, প্রকল্পের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে, জনবল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্য-সহকারী পদসহ অন্যান্য স্থায়ীপদ সৃজনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তাদের জনবল কাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

আলোচ্যসূচি-০৩: চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্প/স্কিমের নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১	সার্বিক, প্রকল্পভিত্তিক ও উন্নয়ন সহায়তা অগ্রগতি	ক) অতিসচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে ৭৫১.৭১ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ১৬টি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৫৮.৭১ কোটি টাকা (জিওবি-২৬০.৭১ কোটি) এবং উন্নয়ন সহায়তার অনুকূলে ৪৯০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়াও অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য ০১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৩১ ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের ২য় কিস্তির অর্থছাড় করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত এডিপিভুক্ত	ক) প্রকল্পসমূহের যথাযথ কাজের মান বজায় রেখে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক

		করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২২.০০%। সভাপতি এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ডিপিপি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পসমূহের কাজের যথাযথ মান বজায় রাখতে হবে। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে পরামর্শ প্রদান করেন। খ) তুলা চাষ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের জন্য ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। খাগড়াছড়ি মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প ডিসেম্বর ২০২৩-এ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি মাস্টার ড্রেইন পৌরসভার নিকট লিখিত চুক্তি করে হস্তান্তর করার নির্দেশনা প্রদান করেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়কসহ আর.সি.সি.গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের টেন্ডার কার্যক্রম শুরু হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সভাপতি উক্ত প্রকল্পের টেন্ডার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। গ) খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হবে; তবে প্রকল্পের কিছু অর্থ অব্যয়িত থাকায় প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ/আন্তঃখাত সমন্বয় করা প্রয়োজন মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সভাপতি প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ/আন্তঃখাত সমন্বয় করে মেয়াদ ছয় (০৬) মাস বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও সভাপতি জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব নয় এমন এলাকায় সোলার প্যানেল-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এডিপি-এর সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। ঘ) আমব্রেলা প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় বলা হয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সমন্বয় করে ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার আলোকে ও সম্ভব্যতা যাচাই করে আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ করবে। সভায় এ বিষয়ে আগামী ১৫/০২/২০২৪ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে ধারণাপত্র প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় তিন পার্বত্য জেলায় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	গ্রহণ করবে। এছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তবতা এবং স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ.১) তুলা চাষ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। খ.২) নির্মিত ড্রেইন পৌরসভার নিকট লিখিত চুক্তি করে হস্তান্তর করতে হবে। খ.৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়ক সহ আর.সি.সি.গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের টেন্ডার কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে। গ.১) খাগড়াছড়ি স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ/আন্তঃখাত সমন্বয় করে মেয়াদ ছয় (০৬) মাস বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫/০২/২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ.২) ৩য় পর্যায়ে নতুন করে সোলার প্রকল্প গ্রহণ করার	

			প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এডিপি-এর সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পারস্পারিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই করে আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আগামী ১৫/০২/২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে ধারণা পত্র প্রেরণ করবে।	

২.	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গৃহীত নতুন স্কিম সহ চলমান স্কিম বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ক) উপসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, উন্নয়ন সহায়তা কোডের আওতায় গৃহীত স্কিমসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত ফলো-আপ করা প্রয়োজন। সভাপতি এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত স্কিম পরিদর্শন টিম আপডেট করার এবং নিয়মিতভাবে দৈবচয়নের ভিত্তিতে স্কিমসমূহ পরিদর্শন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্কিমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাযথভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রতিমাসে প্রতিটি সংস্থা কর্তৃক স্কিম পর্যালোচনা সভা আয়োজনের পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি প্রতিটি সংস্থা কর্তৃক মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখ (সংস্থা কর্তৃক তারিখ ভিন্ন হবে) স্কিম পর্যালোচনা সভা আয়োজন এবং উক্ত সভায় মন্ত্রনালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের একজন কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। খ) উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে আরও জানান, তিন জেলা পরিষদ এবং উন্নয়ন বোর্ড এর জনবল কাঠামো সংশোধনের প্রস্তাব প্রেররেণ জন্য গত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও উন্নয়ন বোর্ড হতে জনবল কাঠামো সংশোধনের বিষয় কোনো প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাওযা যায়নি। পার্বত্য জেলা পরিষদ ও উন্নয়ন বোর্ড এর চাহিদ অনুযায়ী জনবল কাঠামো সংশোধন এর প্রস্তাব আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক.১) এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত স্কিম পরিদর্শন টিম আপডেট এবং নিয়মিতভাবে দৈবচয়নের ভিত্তিতে স্কিমসমূহ পরিদর্শন করতে হবে। ক.২) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাগণদের দৈবচয়নের ভিত্তিতে স্কিমসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করবে। ক.৩) প্রতিটি সংস্থা কর্তৃক মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখ (সংস্থা কর্তৃক তারিখ ভিন্ন হবে) স্কিম পর্যালোচনা সভা আয়োজন করতে হবে এবং এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের একজন কর্মকর্তাকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাবে। খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জনবল কাঠামো সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ

আলোচ্যসূচি- ০৪ : বিবিধ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫

১	সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দাখিল সংক্রান্ত	গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাকটস (এসআইডি-সিএইচটি) প্রকল্পের পিসিআর এখনো মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, প্রকল্পের অর্থ খরচ হয়েছে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে। তাই জেলা পরিষদসমূহ হতে তথ্য নিয়ে প্রকল্পের পিসিআর প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পিসিআর মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা সম্ভব হবে। এছাড়াও গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সভাপতি সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	আগামী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাকটস (এসআইডি-সিএইচটি) প্রকল্পের পিসিআর দাখিল করতে হবে। খ) খাগড়াছড়ি মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্পের পিসিআর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	জাতীয় প্রকল্প পরিচালক/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
২	'শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর ডরমেটরির ভাড়া নির্ধারণ ও অন্যান্য	ক) সভায় 'শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর ডরমেটরির ভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক এ সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে। খ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, বরাদ্দকৃত স্যুভেনির শপগুলো বুঝে নেওয়া হলেও উদ্বোধন উপযোগী করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা পরিষদের প্রতিনিধিগণ জানান, স্যুভেনির শপগুলো সজ্জিতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পার্বত্য মেলার এই শপগুলোতে বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। পার্বত্য মেলা শেষে সুভ্যেনির শপগুলোতে নিয়মিত প্রদর্শনী কার্যক্রম চলমান থাকবে। গ) 'শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র' বুঝে নেওয়ার বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, এ বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক PWD-এর প্রতিনিধিসহ কমপ্লেক্স পরিদর্শন করে বুঝে নেওয়া হয়েছে।	ক)খসড়া নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। খ) স্যুভেনির শপগুলো সজ্জিত করে পার্বত্য মেলায় উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পার্বত্য মেলার পরেও এর কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে।	ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) খ)পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ

৩	২০২৩-২৪ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প সংক্রান্ত	২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সবুজ পাতায় ৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।তন্মধ্যে ০৩টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, ০২টি প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে, ০১টি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপির প্রস্তাব অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি প্রকল্পের ডিপিপির যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০২টি প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যবিবরণী প্রস্তুতপূর্বক সংস্থাকে প্রেরণ করা হয়েছে। খ) উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এডিপি'র সবুজ পাতায় প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করতে ডিপিপিসহ প্রকল্প তালিকা প্রেরণ করতে হবে। আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এডিপি-তে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ডিপিপিসহ (নতুন প্রকল্পের) পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) যেসকল প্রকল্পের অর্থ বিভাগের অর্থায়নের অনুমোদন নেই সেসকল প্রকল্পের অর্থায়নের অনুমোদনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে খ) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপি-তে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ডিপিপি প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পরিকল্পনা-১/২ শাখা/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

০৫) সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৫.০৬.০০১.১৯.৩৯

তারিখ: ২৫ মাঘ ১৪৩০
০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাঙ্গামাটি

২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা

৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা

৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা

৫) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা

৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা

৭) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৮) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর , পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

৯) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১০) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, 'স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন চিটাগং হিল ট্রাক্টস" শীষক প্রকল্প

১১) চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

১২) চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

১৩) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

১৪) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৫) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৬) মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাঙ্গামাটি

১৭) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রুপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প

১৮) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এর দপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

১৯) সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য-পরিকল্পনা এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষরে মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন' শীর্ষব প্রকল্প

২০) পরিচালক, পরিচালক - ৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

২১) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২২) উপসচিব, বাজেট / প্রশাসন-২ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২৩) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৪) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৫) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এর দপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

২৬) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এর দপ্তর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ ও পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প

২৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

২৯) নির্বাহী প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব), প্রকৌশল বিভাগ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৩০) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৩১) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি।

৩২) নির্বাহী প্রকৌশলী , ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক , 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজলোয় সেচ ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প

৩৩) নির্বাহী প্রকৌশলী , ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাইখালী খালের উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান ও প্রকল্প পরিচালক, বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন ও প্রকল্প

৩৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য

জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্প

৩৫) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাকে সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব